নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বৈশ্বিক অর্থনীতি

২০১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বিনিয়োগ, শিল্প উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতি ফিরে আসায় বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) পূর্বাভাস করেছে। আইএমএফ-এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April, 2017-এ ২০১৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালের তুলনায় ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫ শতাংশে উন্নীত হবে। প্রবৃদ্ধির এ হার ২০১৮ সালে ৩.৬ শতাংশে দাঁড়াবে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা, বাণিজ্যিক ও আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে আস্থা ফিরে আসা, এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হয়েছে। অন্যদিকে বিনিয়োগ পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি, চীনের অবকাঠামো ও আবাসন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পণ্যমূল্যের নিম্নগতি অবস্থা থেকে আংশিকভাবে হলেও বেরিয়ে আসা ইত্যাদি বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে সম্ভাব্য কতিপয় ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রয়েছে উন্নত অর্থনীতির কতিপয় দেশের অন্তর্মুখী সংরক্ষণ নীতি, যা বিশ্ববাণিজ্য এবং আন্তঃসীমান্ত বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া, আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ পুঁজি বিনিয়োগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে যা সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃঢ়তার সাথে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ সঙ্কট মোকাবেলা করে প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.২৪ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.১১ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১,৪৬৫ মার্কিন ডলারে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৩৭ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬০২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মোট বিনিয়োগ গত অর্থবছরের তুলনায় ০.৬২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৩০.২৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। এ সময়ে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২,১৮,৫০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১১.১৭ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ১,৮৫,০০০ কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৬,৫০০ কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২৭,০০০ কোটি টাকা। অর্থ বিভাগের Integrated Budgeting and Accounting System (*iBAS* ++) ডাটা বেইজ অনুযায়ী সাময়িক হিসাবে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ১,০৯,৩০১ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৭০ শতাংশ বেশি। এ সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,২৮৯ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.৩৫ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,২৪,৫৯০ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৭.৬১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ১৯.৫৪ শতাংশ বেশি।

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩,১৭,১৭৫ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৬.২২ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ২,০৬,৪৭৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৫৬ শতাংশ) এবং ১,১০,৭০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৬৬ শতাংশ)। *iBAS*++ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,৩১,৮৫৩ কোটি টাকা যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় হয়েছে ১,০১,৪৭২ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৩০,৩৮১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় অনুন্নয়ন ব্যয় ও এডিপি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২১.২৪ শতাংশ ও ৩১.৫৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির

পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯৮,৬৭৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০৪ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদানসহ) হতে ২৮,৭৭১ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬৯৯,০৪ কোটি টাকার সংস্থান করা হবে।

সাম্প্রতিক বছরসমূহে মুদ্রানীতি প্রণয়নে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান অব্যাহত রাখতে মুদ্রা ও ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের শুরু থেকে মুদ্রাস্ফীতির নিম্নমুখী ধারা বজায় থাকায় চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য অনুসৃত মূদ্রানীতি ঘোষণাপত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (৭.২ শতাংশ) অর্জনের সহায়ক মুদ্রার যোগানের লক্ষ্যে মুদ্রা ও আর্থিক নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারি-জুন, ২০১৭) ঘোষিত মুদ্রানীতিতে চলমান অর্থনৈতিক ও আর্থিক খাত পরিস্থিতি এবং বার্ষিক মূল্যস্ফীতিকে ৫.৮ শতাংশের মধ্যে সীমিত রেখে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মুদ্রা ও ঋণ যোগানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রণীত মুদ্রানীতিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার (Broad Money) যোগান ১৫.৫ শতাংশ এবং ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ১৬.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ১৩.৩৫ শতাংশ এবং ব্যক্তিখাতের ঋণ প্রবাহে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.৮৮ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মার্চ, ২০১৭-এ মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৩৯ শতাংশে। জুলাই-মার্চ, ২০১৭ সময়ে গড় মূল্যস্ফীতির হার ৫.৩৫ শতাংশে, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (৫.৫ শতাংশ) চেয়েও কম।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার জুন, ২০১৬ শেষে ১.২৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ১০.৩৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে তা আরো ০.৬২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৯.৭৭ শতাংশে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার জুন, ২০১৬ শেষে ১.২৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৫.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়। জুন, ২০১৬ শেষে ঋণ ও আমানতের ভারিত-গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ৪.৮৫ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত-গড় সুদ হারের ব্যবধান ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে আরো কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪.৬৯ শতাংশে দাঁড়ায়। চলতি অর্থবছরে পুঁজি বাজারের পরিস্থিতি মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। ঢাকা ও চট্রগ্রাম-এই উভয় পুঁজি বাজারের বাজার মূলধন এবং মূল্যসূচক জুন, ২০১৬ এর তুলনায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-এ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৪,২৫৭.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা, পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানি আয় অপেক্ষা ৯.৭৭ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৭) মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫,৯৪৬.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৯৭ শতাংশ বেশি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের আমদানি ব্যয়ের (সিএন্ডএফ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩,০৫০.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৭৭ শতাংশ বেশি। সাময়িক হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০,৬৭২.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.২৬ শতাংশ বেশি। এ সময়ে ভোগ্যপণ্যের আমদানি বেড়েছে ২৮.৫৫ শতাংশ। মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.০৬ শতাংশ এবং মুলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি পায় ২২.২৭ শতাংশ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ১৫,৩১৬.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ২.৫২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৪,৯৩১.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক ধারায় থাকে এবং জুলাই-মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯,১৯৪.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জ্বালানি তেলের মূল্যহ্রাস, তেল সমৃদ্ধ এ দেশসমূহের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে এসব দেশের মজুরির হারও হ্রাস পায়। এছাড়া, মার্কিন ডলারের সাথে পাউন্ড এবং ইউরো-এর অবচিতিও রেমিট্যান্স পরিমাণ হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। তবে এ সময়ে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৫.৭৯ শতাংশ বেশি।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪,১৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়া এবং রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১১৮ মিলিয়ন মাকিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২,৯০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়কালে মূলধন ও আর্থিক (Capital and Financial Account) খাতে উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ৩,১০৩ মিলিয়ন মাকিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে উদ্বৃত্ত ছিল ১,১২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) বাবদ ২,০৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি (এমএলটি) বাবদ ১,৭২৮ মিলিয়ন মাকিন ডলার মূলধন ও আর্থিক খাতে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি থাকলেও লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (Overall Balance) উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২,৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২,৫৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৮-২০২০ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2018-2020) প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কাঠামোতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৮.০ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপির ৩০.৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপির ৩১.৯ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের এ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩৪.৫ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৫.৫ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৯.০ শতাংশ-এ উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

অর্থনীতির খাতভিত্তিক পরিস্থিতি

কৃষিখাত

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন দাঁড়াবে ৩৯৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আউশ ২১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৫.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী এ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ৩৪.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন। বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৯১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম এর উৎপাদন ১৪.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে মোট ১৭,৫৫০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১২,১৫৮.৭১ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬৯ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ১.১৫ লক্ষ ও পোল্ট্রির জন্য ১৬.০৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।

শিল্প

বাংলাদেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে "শিল্পনীতি ২০১৬" ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতের ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব পাট শিল্পের প্রসারে কিছু পণ্যে পাট জাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার

আইন-২০১০ ও বিধিমালা ২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার (অ-আর্থিক) নীট মুনাফা ছিল ১০,৮৮৮.৫৩ কোটি টাকা। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সকল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ৬,৬১৬.৬৮ কোটি টাকা। এসময়ে মুনাফা অর্জনকারী সংস্থাসমূহ লভ্যাংশ হিসেবে ২,৫০৩.৪৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,১৯,৭৩,৬২৪.৩৫ লক্ষ টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (Return on Asset-ROA) ৩.৪৬ শতাংশ, পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ৭.৯৭ শতাংশ এবং ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ২.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ সূচকসমূহের অবস্থান ছিল যথাক্রমে ১.৫৮ শতাংশ, ৩.০৬ শতাংশ এবং ২.৩৯ শতাংশ।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩,১৭৯ মেগাওয়াট এ দাঁড়িয়েছে যার মধ্যে সর্বোচ্চ ৯,০৩৬ মেগাওয়াট উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল ৫২,১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ৩২,৯২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ২১.২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৭) দাঁড়িয়েছে ১১.৪৩ শতাংশে।

অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করছে। মোট আবিষ্কৃত ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১২.৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১২.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানে দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ (fuel diversification) বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানির দক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

পরিবহণ ও যোগাযোগ

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। তাই পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদিসহ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। রূপকল্প-২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে বাজেটের প্রায় ২৪ শতাংশ হারে

ব্যয় করছে। ২০১৬ সালে প্রকাশিত Human Development Report (HDR), 2015 অনুযায়ী ২০১৫ সালে মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম যা ২০১৪ সালে ছিল ১৪২তম। সরকার শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬২.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতে আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-২০১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি সফল সমাপ্তির পর ২০১৭-২০২২ মেয়াদে "স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (HPNSP)" শীর্ষক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দারিদ্র্য বিমোচন

সরকারি, বেসরকারি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে ১৯৯১ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.৫ শতাংশে। ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের পরিধি ও বরাদ্দ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৪৫,২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করেছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট ১ম ও ২য় লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ শুরু করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ব্যাংক এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) কাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৯,৫৯২.৩৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে এই ৬টি ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৭,৪৮৮.৮৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ আরও কিছু মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকাণ্ড চলমান আছে।

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে সরকার নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,৬৬২টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ১,১০,১৬১.৪০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ১,১৩৭টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৪৪,৮১৬.১০ কোটি টাকা। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের ক্রমবিকাশ শিল্প খাতকে শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে এবং দেশে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্য পূরণেও বেসরকারি বিনিয়োগ কাজ করে যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) মোট ৩২,৯২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৭ শতাংশই উৎপাদিত হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। ২০১৬ পঞ্জিকা বর্ষে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে ২,৩৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ পরপর সপ্তম বারের মত Moody's এবং S&P কর্তৃক

স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 এবং BB- রেটিং অর্জন করেছে। Fitch Rating- এ বাংলাদেশ পরপর দুবার BB- রেটিং পেয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স পদ্ধতি প্রবর্তন করে জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

পরিবেশ ও উন্নয়ন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 (BCCSAP, 2009) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার নিজস্ব তহবিল হতে বরাদ্দ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত ফান্ডে ৩,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা প্রণয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০ প্রবর্তন করাসহ দাতা দেশ/সংস্থাসমূহের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করেছে।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience (IBFCR)' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় ১৮.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এক অমূল্য সম্পদ। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। National Bio-safety Framework বাস্তবায়ন এবং National Biodiversity Strategy and Action Plan কে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন- ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।